আল্লাহর সিংহ
মির্জা ফয়েজ বেগ এর জীবনী

ভারতের একজন মুহাজির মুজাহিদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী,
যিনি কাশ্মিরে মুশরিক আর্মির বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হয়েছেন।

আবু মুহাজির আল হিন্দি

আল-সিন্ধ মিডিয়া

আল-ফিরদাউস মিডিয়া ফাউন্ডেশন

আল্লাহর সিংহ

মির্জা ফয়েজ বেগ এর জীবনী

(ভারতের একজন মুহাজির মুজাহিদের ইমানদীপ্ত জীবনকাহিনী,

যিনি কাশ্মিরে মুশরিক আর্মির বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হয়েছেন)

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সকল সময়ে ও সকল পরিস্থিতিতে প্রশংসিত। সালাম ও দরুদ নবীকুলের সর্দার ও মুজাহিদিনদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

অতঃপর –

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সুরা আল-আহযাব ৩৩;২৩)

শহীদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন –

“মানব জাতির কাছে ইসলামকে পৌঁছে দেয়ার মত ভারী কাজটি খুব অল্প সংখ্যক মানুষ নিজেদের কাঁধে নিয়ে থাকেন। এই অল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র একটা অংশ তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন। এই ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের মধ্য হতে আবার অল্প কয়েকজন ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন”।

ফিতনার এই জামানায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একনিষ্ঠ বান্দাদের উদাহরণ শুনে উজ্জীবিত হওয়ার মত ঘটনা এখন আমরা খুব অল্পই শুনতে পাই। এমন মানুষদের সংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা বর্তমানে নোংরামি ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অবাধ্যতাকে ফ্যাশন হিসেবে দেখা হয় এবং এটা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে।

বর্তমান লেখাতে আমরা আমাদের এক ভাই ‘মির্জা ফয়েজ বেগ’ এর জীবনের কিছু অংশ সম্পর্কে জানবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ভাইকে আল্লাহর শত্রুরা “টাইগার মির্জা” নামে জানে। ভাই মির্জা বেগ আল্লাহর ইচ্ছায় গাযওয়াতুল হিন্দের শহীদদের খাতায় নাম লেখাতে সমর্থ হয়েছেন এবং শাহাদাতের মাধ্যমে নিজ ইমান ও দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

যে সময়টাতে ইসলাম ও ভারতের মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের শত্রুতা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেসময়ে মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদে ভাই মির্জা বেগ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আওরঙ্গবাদেই তার শৈশব জীবন কাটে। শৈশবেই সাধারণ জীবন-যাপনের প্রতি তার অনীহা ছিল। ছোটবেলাতেই তিনি এমনকিছু লক্ষণ দেখিয়েছিলেন যা দেখে মনে হয়েছিল তার জীবন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত।

তিনি শৈশবেই কোরআন হিফয করেন। ঘটনাক্রমে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালানো এক আল্লাহর শত্রুকে তিনি হত্যা করেন। তার এই ঘটনা অনেকটা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার মত। এই ঘটনার কারণে পরবর্তীতে তাকে যাযাবরের জীবন বেঁছে নিতে হয়েছিল। ভারতের হায়দারাবাদে থিতু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি মুসাফিরের ন্যায় জীবন-যাপন করতে থাকেন। একসময় হায়দারাবাদের মুসলিম জনতার মাঝে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

হায়দারাবাদে আশ্রয় পাওয়ার পর তিনি আজকের দুনিয়ার মায়াজালে আটকে পড়া অধিকাংশ মুসলিমদের মত জীবন-যাপন করা শুরু করেন। সেখানে একটি অর্থহীন জীবন-যাপন করতে লাগলেন ও নিজেকে ছোট ছোট অপরাধে জড়িয়ে ফেলেন। এসময়টাতে তিনি নানান অগুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় কাটাতে লাগলেন।

হঠাৎ কিছু ঘটনা ভারতের বাকি মুসলিমদের মত তাকেও চিরতরে বদলে দেয়। বর্ণবাদী হিন্দু সংগঠন যেমন- RSS, VHP ও শিবসেনা যারা সরকারের ছত্রছায়ায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অযোধ্যা ও হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য শ্লোগান দিচ্ছিল তারা এসময় প্রকাশ্যে তাদের দাবি জানাতে শুরু করে। তারা জনগণের প্রতি বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান জানানো শুরু করে।

হিন্দুরা এর জন্য বিশাল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। বিশেষ লক্ষণীয় ছিল - বজরং দল সহ অন্যান্য হিন্দু সংগঠনের সৃষ্টি। তারা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে মুসলিমদের দূর করার জন্য এবং একটি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নানান সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ভারতের সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে কাশ্মিরের মুসলিমদের উপর চালানো অমানবিক অত্যাচার – ভারত থেকে মুসলিমদের উচ্ছেদ করতে চাওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছে।

এমন হীনাবস্থার মধ্যেও যখন ভারতের মুসলিমরা মিথ্যা সেকুলার বাহিনীর ভুয়া নিরাপত্তার আশায় গভীর ঘুমে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক তখনই মির্জা তার জাগরণী আহবান জানালেন। তিনি তার অর্থহীন জীবন পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মুজাহিদিনদের কাফেলায় যোগ দিলেন।

তারা হিন্দুদের আক্রমণ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। শীঘ্রই মির্জা ও তার সাথীরা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করলেন। মুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। হিন্দু সামরিক বাহিনীর নেতা ও তাদের সহযোগী পুলিশ প্রশাসনের উপর নজরদারি শুরু করা হল। কুফফার নেতাদের ধ্বংস করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করা হল।

মূললক্ষ্য ছিল – হিন্দু সন্ত্রাসী দলগুলোর নেতাদেরকে হত্যা করে দলগুলোকে নেতৃত্বশূন্য করে দেয়া। সেইসাথে মুসলিমদের ট্রেনিং দিয়ে যোগ্য করে তোলার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। মুসলিমরা যেন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে এবং আবার যেন তাদের হারানো খিলাফত পুনরুদ্ধারে জিহাদে নামতে পারে এই লক্ষ্যে তাদেরকে যোগ্য করে তুলতে নানান পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিধান যে, জিহাদ ত্যাগ করার জন্য মুসলিমদের তিনি শাস্তি দেন। যখন মুশরিকদের হাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘর - বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়, তখন বড় ধরনের কষ্ট মুসলিমদের আঘাত করে। কিন্তু এই দু:খ মুজাহিদ যুবকদের দমিয়ে ফেলতে পারে নি, বরং তাদের আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছিল। তাদের ইমান এই বিষয়ে আরও দৃঢ় হয়েছিল যে, ভারতের মুসলিমদের সমস্যার একমাত্র সমাধান - জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

মহান সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বড় কুফফার নেতাকে হত্যা করেছিলেন। বাবরি মসজিদ শহীদ করে দেয়ার পর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এর পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেকগুলো হামলা চালানো হয়েছিল। শত্রুদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা এবং বিশ্বাসীদের অন্তরকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে অনেক দুর্ধর্ষ ও দুর্দান্ত অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল। এ ধরণের একটি অপারেশন ছিল - কৃষ্ণ প্রসাদকে হত্যা করা। কৃষ্ণ Special

investigation Bureau এর ASP ছিল। কৃষ্ণ ছাড়াও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সাথে যুক্ত ছিল এমন অনেক VHP ও BJP নেতাদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল।

যখনই এই জিহাদ শুরু হয় তখন এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন –

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (সূরা আনকাবুত ২৯;২)

সে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অনেক মুজাহিদ যুবক শহীদ হয়। অনেকে বন্দী হয়। আর এই বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন – মির্জা ফয়েজ বেগ। তাকে আটক করা হয় এবং অত্যাচারী স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। টর্চার চলাকালীন সময়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়া কিংবা নির্দোষ অভিনয় করা - সকল ভাইদের জন্য সাধারণ একটা বিষয় ছিল। সেখানে ভাই মির্জা সবসময় টর্চারের মোকাবিলা করতেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করতেন। তার এই সাহসিকতার জন্যই আল্লাহর শত্রু 'স্পেশাল টাস্ক ফোর্স' এর লোকেরা তাকে 'টাইগার মির্জা' নামে অভিহিত করেছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্ধারিত পরীক্ষা ভাই মির্জার উপর চলতে থাকে। অমানুষিক অত্যাচারের পর তাকে পালাক্রমে চঞ্চলগুদা ও মুর্শিদাবাদের কারাগারে আটক করে রাখা হয়। কারাগারেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তিনি সেখানেও মুসলিমদের নেতৃত্ব দেয়া শুরু করেন। তিনিই প্রথম হায়দারাবাদের কোনো কারাগারে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদ নির্মাণের পর সেখানকার সবচেয়ে ভয়ানক কারারক্ষীকে মসজিদের কোন ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেন।

জেলে থাকা অবস্থায় তিনি অনেক মুসলিম বন্দীকে তাদের অপরাধী জীবন থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু কারাগারে একজন ইসলাম প্রচারক হওয়া থেকেও আরও বড় কাজের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। শহীদ হওয়ার প্রতি তার ভালবাসা ছিল অস্বাভাবিক। তিনি শহীদ হওয়ার জন্য আবার স্বাধীন হতে চাইতেন। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং কাশ্মির জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি স্বাধীন হতে

চাইতেন। তার সাথের অনেক ভাই তার এই আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলতেন – যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে মুক্তি দান করেন, তবে অবশ্যই অবশ্যই আমি কাশ্মির জিহাদে অংশগ্রহণ করবো।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে জেল থেকে মুক্ত করলেন। যখন তাকে মামলার হাজিরার জন্য নাম্পালি আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি পুলিশের হেফাযত থেকে পালিয়ে যান। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে কঠোর নিরাপত্তা থাকা সত্বেও তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এখানেই শেষ নয়। তাকে খোঁজার জন্য চারদিকে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী ছড়িয়ে পরে। এই প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি কাশ্মিরের মুজাহিদিনদের কাছে পৌঁছাতে ও তাদের সাথে একতাবদ্ধ হতে সমর্থ হন।

তার পালিয়ে যাওয়া ঘটনা পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি নৈতিক পরাজয় ছিল। ভাই মির্জা শত্রুর অন্তরে কী পরিমাণ ভয়ের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেটা তার পালিয়ে যাওয়ার পর স্পষ্ট হয়। তার পালিয়ে যাওয়ার পর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অফিস এই ভয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় যে, মির্জা এসে সেখানে আক্রমণ করতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এই বান্দাকে তার শত্রুদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করার সামর্থ্য ও সুযোগ দিয়েছিলেন। আর এ কারণে মুজাহিদিনরাও ভাই মির্জাকে খুব ভালবাসতেন।

তার একজন কারাবন্দী ভাই মির্জার দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন "মির্জা তার দেখা একটি স্বপ্নের কথা আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। এরপর খুব সুন্দর একটি বাগানে প্রবেশ করেছেন"।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এই বান্দাকে তার স্বপ্ন অনুযায়ী কাশ্মির উপত্যকায় প্রবেশ করান এবং শেষে এই কাশ্মিরেই তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে, শ্রীনগরের বুদগামে একটি আর্মি অ্যামবুশের প্রতিরোধ করার সময় শহীদ হন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উপর রহম করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, আমীন।

এর ঘটনার মধ্য দিয়ে উম্মাহর যুবকদের থেকে একজন সত্যিকারের যুবকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। আলহামদুলিল্লাহ তিনি অনেক উত্তম গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছাই

তার জিহাদ ও ইবাদতের অবস্থা ছিল খুবই উত্তম। তিনি সঠিক পথের সন্ধানী প্রত্যেক যুবককে সঠিক পথের স্বরূপ কেমন হবে তা তার জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মির্জার মত অন্যান্য সকল ভাইদেরকে মিডিয়া ও পুলিশ বাহিনী দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি, বিদেশী এজেন্ট এবং আরও জঘন্য সব অপবাদ দিয়ে থাকে। কিন্তু যারাই তাকে চিনত তারা প্রত্যেকেই তাকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই জানত। ইসলামের শত্রুরা মুজাহিদিনদের সবসময় এইসকল অপবাদে আখ্যায়িত করে যেন এর দ্বারা যুবকদের মধ্যে মুজাহিদিনদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা কাজ করে। তারা সবসময় এই ভয়ে থাকে যে, এই সকল আল্লাহর বান্দাদের সংস্পর্শে এলেই যুবকদের চোখের উপর থেকে অন্ধকারের পর্দা সরে যাবে। যা তাদের ক্ষমতা ও অন্যায় শাসনের জন্য অশনি সংকেত স্বরূপ।

মির্জা তার উত্তরসূরিদের জন্য উত্তম উদাহরণ রেখে গেছেন। আমরা তার জীবনের দিকে তাকালে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে, শত্রুর সাথে চলমান এই জিহাদে একদিন আমাদের জন্য এবং আরেকদিন তাদের জন্য। আর এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সুন্নাহ। এটা অপরিবর্তনীয় নিয়ম। এভাবেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত বিজয় দান করেন। মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। অনেকেই শহীদ ও আহত হয়েছিল। কিন্তু তারা পিছিয়ে যায়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন –

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে- তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল ইমরান ৩;১৪৬)

হে মির্জা, আপনাকে অভিবাদন। আল্লাহর শপথ, যে কেউ আপনার সাথে সময় কাটিয়েছে সে তার জীবনের উপর আপনার চমৎকার ব্যক্তিত্ব যে প্রভাব ফেলেছিল তা অস্বীকার করতে পারবে

না। আপনার সাহস ও জিহাদের প্রতি ভালবাসা আপনার চারপাশের মানুষের উপর অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিল। আপনি অনন্য এক উদাহরণ হয়ে আছেন। আপনার জীবনের সকল কিছু জিহাদের জন্য উৎসর্গিত ছিল।

হে মির্জা, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন,

হে মির্জা, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন,

হে মির্জা, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।

মির্জা ফয়েজ বেগ তার জীবনে তার উত্তরসূরিদের জন্য অনেক শিক্ষা রেখে গেছেন। তিনি তার জীবন দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, 'মুজাহিদ' শব্দটি শুধু নিজের নামের সাথে যুক্ত করে রাখার জন্য না। এটা একটি আমানত। যে কেউ জিহাদের পথ থেকে কোন শরয়ী ওজর ব্যতিত সরে যাবে সেই'মুজাহিদ' টাইটেল হারাবে। পূর্বে ইসলামের জন্য হাজার যুদ্ধ সে করে থাকলেও বর্তমানে যেহেতু শরয়ী ওজর ছাড়া সরে দাঁড়িয়েছে তাই তার নাম থেকে মুজাহিদ শব্দটাও সরে যাবে।

এই দ্বীন ও জিহাদ সমুন্নত থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য জিহাদ আমাদের প্রয়োজন।

আবু মুহাজির আল হিন্দি

জিলহাজ্জ ১৪৪১ / আগস্ট ২০২০